NOV. 22 2001

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

পাঠ্যবই থেকে জাতির পিতা ও বঙ্গবন্ধু বাদ দিতে বাড়তি ব্যয় ২৭ কোটি টাকা!

জনকণ্ঠ রিপোর্ট

স্কুলপর্যায়ে পাঠ্যপুস্তক থেকে জাতির পিতা ও বঙ্গবন্ধুর নাম তুলে দেয়ার জন্য বাড়তি কমপক্ষে ২৭ কোটি টাকা ব্যয় হবে। বিপুল অর্থের ১৫ কোটি টাকা যাবে সরাসরি সরকারী তহবিল থেকে, এবং বাকি ১২ কোটি টাকা গুনতে হবে জনগণ তথা ছাত্রছাত্রীদেরকে। মোট এক কোটি নব্বই লাখ পাঠ্যপুস্তকে রাজনৈতিক সঙ্কীর্ণতার এই প্রতিফলন ঘটাতে গিয়ে নির্ধারিত সময়ে বই বাজারজাত করার বিষয়টিও ইতোমধ্যে হয়ে পড়েছে অনিশ্চিত।

রাজনৈতিক সঙ্কীর্ণতার খেসারত দিতে হবে শিক্ষার্থীদের

প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শ্রেণীর মোট ১৯ ধরনের পাঠ্যপুস্তক পড়েছে এই পরিবর্তনের তালিকায়। স্কুল পর্যায়ের যে বইগুলোতে জাতির পিতা, বঙ্গবন্ধু এবং মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের বিষয়গুলো ছিল সেই বই গুলোতেই আসছে পরিবর্তন। জাতির পিতা, বঙ্গবন্ধু এবং এ ধরনের বিষয়গুলো মুছে ফেলা হচ্ছে। সেই সঙ্গে নতুনভাবে পরিবেশন করা হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস। বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের একাধিক কমিটির সুচিন্তিত সুপারিশের ভিত্তিতে পরিবেশিত তথ্যসমূহ বাতিল হয়ে যাচ্ছে নিছক রাজনৈতিক সঙ্কীর্ণ সিদ্ধান্তের কারণে।

তুঘলকি এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে গিয়ে অর্থ ও সময়ের বিবেচনায় জাতিকে মুখোমুখি হতে হচ্ছে বিশাল ক্ষতির। পাঠ্যপুস্তক বোর্ড সূত্রে জানা গেছে, এই ১৯ টি বইয়ের মধ্যে প্রাথমিক পর্যায়ের ৮টি এবং মাধ্যমিক স্তরের ১১টি বই রয়েছে। প্রাথমিক স্তরের বইগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত সকল ক্লাসের বাংলা বই এবং তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণীর সমাজ বই। এই ৮টি বিষয়ের মোট এক কোটি ৪০ লাখ বই এবার মুদ্রণের পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে। অভিজ্ঞ একাধিক প্রকাশকের মতে, এই বিপুল বই ছাপাতে কেবল কাগজই লাগবে সাড়ে এগারো কোটি টাকার মতো। এ ছাড়া কভারের জন্য কাগজ লাগবে সোয়া এক কোটি টাকার। বইগুলো মুদ্রণ ও পরিবহন বাবদ ব্যয় হবে কমপক্ষে সোয়া দুই কোটি টাকা। সবমিলিয়ে প্রাথমিক স্তরের জন্য প্রয়োজনীয় উল্লিখিত ১৫ কোটি টাকার সবটাই দিতে হবে সরকারী খাত থেকে। সংশ্লিষ্ট এক বিশেষজ্ঞের মতে, প্রাথমিকপর্যায়ে ব্যয়ের পরিমাণ আসলে আরও বেশি হবে। কারণ সরকারের নিয়মই হচ্ছে প্রাথমিক স্তরে কমপক্ষে ৩৮ শতাংশ পুরানো বই পুরর্ব্যবহার করতে হবে। বিষয়বস্তুতে পরিবর্তন আসায় এই ৩৮ শতাংশ বইও নতুন করে ছাপার প্রয়োজন পড়বে। এতে আসলে আরও প্রায় ৬ কোটি টাকার মতো বাড়তি ব্যয় হবে।

মাধ্যমিক স্তরে পরিবর্তনের খাঁড়ায় পড়েছে মোট ৮টি বই। এ গুলো হচ্ছে সকল শ্রেণীর বাংলা ও সমাজ এবং নবম শ্রেণীর ইতিহাস ও পৌরনীতি। উল্লিখিত বিষয়ের মোট ৫০ লাখ বই ছাপতে হবে। এসব বইয়ের প্রতিটির দাম বর্তমান বাজার দর অনুযায়ী ২০ থেকে ৪৫ টাকার মধ্যে। গড়ে প্রতিটি বইয়ের দাম যদি ২৫ টাকা করেও ধরা হয়; তাহলে অপচয়ের মাত্রা দাঁড়ায় ১২ কোটি টাকারও বেশি। এ টাকার পুরোটাই বহন করতে হবে দেশের অগণিত সাধারণ ছাত্রছাত্রীকে। এর সঙ্গে গ্রামাঞ্চলে যে বিপুল পরিমাণ বই রিইউজ হয়ে থাকে তার হিসাব ধরা হলে অপচয়ের পরিমাণ বেড়ে যাবে আরও ৩ কোটি টাকার মতো।

কমপক্ষে ২৭ কোটি টাকা অপচয়ের পাশাপাশি পরিবর্তনের এই তুঘলকি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে গিয়ে পাঠ্যপুস্তক বাজারজাতের বিষয়টিও বিলম্বিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে তীব্রভাবে। পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রাথমিক স্তরে বই ৩০ নবেম্বর এবং মাধ্যমিক স্তরের বই ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে বাজারে দেয়ার কথা। কিন্তু বিষয়বস্তুতে পরিবর্তন আনতে হলে আনুষঙ্গিক কর্মকাণ্ড সেরে আদৌ বইগুলো নির্ধারিত সময়ে প্রকাশ করা যাবে কি না- তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন একাধিক অভিজ্ঞ প্রকাশক।